Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬৬ ইংরাজী 16th Sept. 1959 { ১৮শ সংখ্যা

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৬ সাল।

উদাহরণ ও ক্ষুধাহরণ

—○—

ত্রেতাযুগে পিতৃসত্য পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার সহধর্ম্মিণী জানকী ও অনুজ লক্ষ্মণসহ চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে গমন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ বন অন্বেষণ করিয়া নিত্য আহারের জন্য ফলমুলাদি যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহা অগ্রজের নিকট প্রদান করিতেন। রামচন্দ্র তাহা অংশ মত খাদ্য ফলমূল লক্ষ্মণের হস্তে প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেন—ধর লক্ষ্মণ! অগ্রজ লক্ষ্মণকে কোনও দিন—“খাও ভাই লক্ষ্মণ” একথা বলেন নাই। লক্ষ্মণ কেবল ধরিবার আদেশ পাইয়া ধরিতেন আর সেগুলি বাণ রাখিবার আধার তুণের মধ্যে রাখিয়া দিতেন। চতুর্দ্দশ বৎসর লক্ষ্মণ কিছুই খান নাই। চতুর্দ্দশ বর্ষ অন্তে রামচন্দ্র যখন শুনিলেন যে ভাই লক্ষ্মণ চৌদ্দ বৎসর অনাহারে অতিবাহিত করিয়াছে। রামচন্দ্র যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাই, তুমি খাইবার আদেশ না পাইয়া ফলগুলি খাও নাই, তেমনি ধরিবার আদেশে সেগুলি ধরিয়া তো থাক নাই। সে ফল সব কি করিতে? লক্ষ্মণ তখন তূণ হইতে চৌদ্দ বৎসরের ফল বাহির করিয়া অগ্রজের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। ৩৬৫ দিনে বৎসর এমনি চৌদ্দ বৎসরের ফল বাণ রাখা তুণের মধ্যে রাখিবার স্থান সঙ্কুলান হইত কি করিয়া। লক্ষ্মণের তূণ তো একটা গুদোম ছিল না, যে তাতে সব ধরিত। চৌদ্দ বৎসর সব ফল পচিল না—রামচন্দ্রকে সমস্ত দেখাইয়া চমৎকৃত করিলেন। পুরাকালের পৌরাণিক ঘটনার এই সব আজগুবী কথায় কোন জেরা করিলেই লোকে অবিশ্বাসীকে নাস্তিক নাম দিয়া নিন্দিত করে।

কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামী নামে এক যোগী ছিলেন, তিনি শীতকালে জলে ভাসিতেন কেহ কিছু খাইতে দিলে দাতার সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহার প্রদত্ত খাদ্যাদি খাইলে দাতা নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

তিনি উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন। কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার এলাকায় এই উলঙ্গতাকে বেআইনী বলিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া বলেন—যে তুমি যদি কাপরা না পর তবে তোমাকে খানা খাইয়ে দিব। ত্রৈলঙ্গ স্বামী তৎক্ষণাৎ সেই ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মলত্যাগ করিয়া সেই বিষ্ঠা ভক্ষণ করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তারপর স্বামীজীকে আর কিছু বলেন নাই। এই সমস্ত অসম্ভব অসম্ভব গল্প নানা আড্ডায় কথিত হয়, কেহ বলে সত্য কেহ বলে গুলিখোরী। নানা জনের নানা মতে তুমুল তর্ক উত্থিত হয়। অনেক সময় আড্ডাধারীদের মধ্যে এই সব ব্যাপার উপলক্ষ নিয়ে রাগারাগি হ'য়ে দীর্ঘকাল বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যায়।

কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে ৪৬।১ নম্বর বাড়ীতে একটি বিজ্ঞাপনের অফিস ছিল, অফিসের নাম ছিল “এক্সপার্ট য়্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী।” আর একটি খোসবই তৈরীর কারখানা। উভয় প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন কানাইলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়। স্বনামখ্যাত বৈদান্তিক সন্ন্যাসী সোহহং স্বামী (যাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল—শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এত শক্তিমান ছিলেন যে বড় বড় বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া তাহাদের কাহিল করিতেন)। সহোদর সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকার নাম করা উকীল ছিলেন। কানাই বাবুর অফিসে ইঁহার গতায়াত ছিল। জঙ্গিপুর সংবাদের সংস্থাপক শ্রশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ও কানাইলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অফিসে থাকিতেন এবং কানাই বাবুর স্কন্ধেই দিনগত পাপক্ষয় করিতেন। সূর্য্যকান্ত বাবু পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া বলিলেন—দাদা ঠাকুর, ত্রেতা যুগের কথা নয়, স্বগত যোগী সন্ন্যাসীর কথা নয় যে অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দিবেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সবরমতী আশ্রমে কটিতে স্বল্প পরিসর খদ্দর পরিধান ক'রে লজ্জা নিবারণ আর সমস্ত দিনে মাত্র তের পয়সা ব্যয় ক'রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। দাদা ঠাকুর তা পারেন কি? তিনি উত্তর দিলেন “আমি /১০ কোন কোন দিন ব্যয় ক'রে এক কাপ দুধ খাই, নচেৎ রোজই কানাইলালের স্কন্ধে বন্দুক রেখে শিকার করি। সূর্য্য বাবু উকীল তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৃত্তিগত প্রবৃত্তি দেখাইয়া বলিলেন—বর্ত্তমান বাজারে নিজে ক' পয়সার খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে পারেন? দাদা ঠাকুর উত্তর দিলেন ছাতুর দর এখন তিন আনা সের—এবেলা এক পোয়া যবের ছাতু, ওবেলা এক পোয়া যবের ছাতু, ছাতু নিলে নুন বিনামূল্যে দিবার নিয়ম। মোট হলো /১০ ছ'পয়সা আর একটা পয়সা হ'লে রাজার মত ৫৭ এক পয়সার দানা গুড় দিয়ে মুখমিষ্টি করে দুবেলা চালাবো। না পারি, একটা কর্ণ কর্ত্তন করিয়া লইবেন। সূর্য্য বাবু শপথ বাক্য কাগজে কলমে লইয়া দাদা ঠাকুরের কাছে যে মূলধন ছিল তা সব কাড়িয়া লইয়া অফিসের ক্যাসিয়ারের নিকট জমা রাখা হইল। চাকর অর্জ্জুনের উপর ভার হইল—এবেলা তিন পয়সার যবের ছাতু ওবেলা তিন পয়সার যবের ছাতু, সকালবেলা এক পয়সার আকের দানা গুড় এনে দিবে। তার বেশি কিছু দিবে না। সূর্য্য বাবু ও আরও দু'চার জন দাদা ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে এক ডাক্তারখানায় গিয়ে তাঁর দেহের ওজন নেওয়া হলো। আড্ডাধারীরা খুব মজা পেলেন পালা ক'রে পাহারা দিতে লাগলেন। আসামীর মত দাদা ঠাকুর দিনপাত করতে লাগলেন। এক এক ক'রে বাইশ দিন গত হলো। হঠাৎ সূর্য্য বাবু অতি প্রত্যুষে উদয় হ'য়ে যে ডাক্তারখানায় আসামীর দেহের ওজন নেওয়া হয়েছিল, তাঁর কাছে গিয়ে ওজন নিয়ে দেখা গেল ১ পাউণ্ড ওজন কমেছে। কানাই বাবুর অফিসে এসে সূর্য্য বাবু তাঁহার চেয়ে ৭ বৎসরের বয়সে ছোট আসামীর পায়ে ধরে বল্লেন অনর্থক আপনাকে অনাহারে রেখে কষ্ট দিয়েছি বলে গান্ধীজীর দৈনিক খাদ্য তালিকা পড়িয়া শুনাইলেন। দাদা ঠাকুর তাঁর (মহাত্মার) এক দিনের খরচে সস্ত্রীক এক মাস চালাতে পারেন। সূর্য্য বাবু তৎক্ষণাৎ ।৵০ আনা দিয়া রাবড়ী এনে দাদা ঠাকুরকে খাওয়ালেন। দাদা ঠাকুর খেয়ে—বলিলেন—সূর্য্যি দাদা আপনি ছ'আনা ব্যয় করলেন কিন্তু আমার উপকার করলেন সাড়ে তিন পয়সার। তদবধি সূর্য্য বাবু দাদা ঠাকুরকে খুব ভক্তি করতেন। দাদা ঠাকুরের বর্ত্তমান বয়স ৭৯ বৎসর এখনও তিনি ১০ মাইল রাস্তা গিয়ে ফিরে আসতে পারেন।

এখন তিনি এ বেলা এক আনার ছাতু ও এক বেলা ছাতু বা মুড়ি ঐ পরিমাণ হলে দিনপাত করতে পারেন। তিনি যে কোন খাদ্য এমন কি রাঙা আলু (শকরকন্দ) এক পোয়া সিদ্ধ ক'রে খেয়ে দিন কাটাতে পারেন। আধপোয়া চালের ভাত একটু ডাল এক ফাঁক লেবু হ'লে আর কিছু খান না। জনৈক দয়ালু মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী রাত্রিবেলা দাদা ঠাকুরের উদর পূর্ত্তির ভার নিয়েছেন। **"My days with Gandhi."** গান্ধিজীর খোদ সেক্রেটারীর লেখা দাম সাড়ে সাত টাকা। দাদা ঠাকুরের ২২ দিন শুধু শুধু উদর দেবতাকে ভোজনে কষ্ট দিয়ে ওজনে কম হওয়ার অন্যায় কর্ম প্রমাণ করেছেন তাঁর রাত্রির সেবাইত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী হৃষতুতো ভাইটি। তিনি নিজ ব্যয়ে মৌলানা আজাদের সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে গান্ধিজীর বিষয় বর্ণনা দেখিয়া দাদা ঠাকুর এখনও লজ্জিত।

উদাহরণ দেখিয়া ক্ষুধাহরণ না হইলেও কৃচ্ছ্র সাধন করায় সিদ্ধিলাভ করা স্বাস্থ্যে কুলালে মন্দ নয়।

অবহেলিত ৫নং ওয়ার্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ৫নং ওয়ার্ডের করদাতাগণের নিকট হইতে যে পরিমাণ ট্যাক্স, ট্রেড-ট্যাক্স আদায় হয় তাহা অন্যান্য ওয়ার্ড অপেক্ষা কম নহে। তবুও কর্তৃপক্ষের তদারক অভাবে এই ওয়ার্ডের রাস্তা ঘাট দিয়া যাতায়াত করা কঠিন হইতেছে। আমরা মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়কে নিম্নবর্ণিত রাস্তাগুলি দেখিবার জন্য আহ্বান জানাইতেছি—

১। ধর্ম্মশালার নিকট হইতে ভাগীরথীর ঘাট পর্য্যন্ত গলি রাস্তা।

২। শ্রীশ্যামাপদ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীর পিছন দিকের টিউবওয়েলের নিকট হইতে দক্ষিণমুখী রাস্তা। (এই রাস্তা গত ১৯৫৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মেরামত হওয়ার পর কোনরূপ সংস্কার হয় নাই। মাঝে মাঝে গর্ত্ত হইয়াছে।)

৩। ডাঃ মুরারিমোহন সরকার মহাশয়ের ডিস্পেন্সারীর নিকট হইতে মেছুয়া-বাজারের মোড় পর্য্যন্ত রাস্তা। রাস্তা তৈয়ারীর সময় ইহাতে ভালরূপ রোলার দেওয়া হয় নাই। সামান্য এক পশলা বৃষ্টির পর এই রাস্তা দিয়া চলাচল করা সুকঠিন। এই রাস্তা দিয়া সহরের গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ প্রত্যহ তরিতরকারী ও মাছ কিনিবার জন্য বাজারে যাইতে বাধ্য হন।

৪। শ্রীশ্যামাপদ দত্ত মহাশয়ের দোকানের সম্মুখস্থ ড্রেণের আচ্ছাদনের পাথর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভেজাল সরিষার তৈলে দণ্ড

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য-পরিদর্শক মহাশয়ের অভিযোগক্রমে জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালতের বিচারক মহোদয় ভেজাল সরিষার তৈল বিক্রয়ের অপরাধে জঙ্গিপুরের শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ ভকতকে ৩০৲ টাকা ও শ্রীজানকীপ্রসাদ ভকতকে ৪০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

বর্ষণে ক্ষতি

বিগত ২০শে ভাদ্র রবিবার ভোর রাত্রি হইতে ২৭শে ভাদ্র রবিবার পর্য্যন্ত আট দিন প্রবল বর্ষার ফলে লোকের খুব ক্ষতি হইয়াছে। বহু খড়ের ঘরের মাটীর দেওয়াল ও প্রাচীর পড়িয়া গৃহস্থগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জ্বালানী অভাবে বহু লোকের রান্না হয় নাই। বর্ষণে নদীর জল বৃদ্ধি হওয়ায় নদীতীরবর্ত্তী জমির কলাইএর চারা ডুবিয়া গিয়াছে।

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

পূর্ণপাত্র
শূণ্য হয়ে আসে ধীরে ধীরে

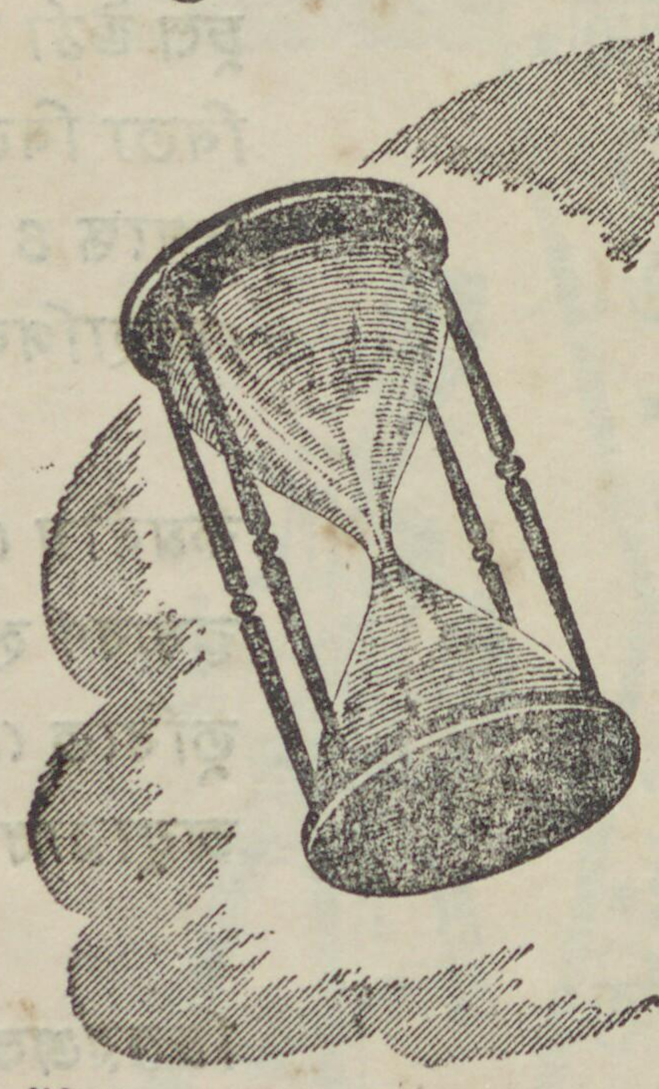

M.P. 643

মৃত্যুর নিকষকালো তিমিরাবরণ ভেদ্ ক'রে — মৃত্যুঞ্জয়ীবীরদের অমর বাণী ভেসে আসছে অনির্বাণ জ্যোতিতে যুগে যুগে মানবসভ্যতাকে বর্ব্বরতার সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দিতে। বুদ্ধ, সক্রেটিস্, শেকসপীয়র, রবীন্দ্রনাথ— সভ্যতার বন্দনীয় পূজারীর দল আজও আছেন অক্ষয় আলোকে বেঁচে মানব ইতিহাসের মণিময় হর্ম্যে। কালের অমোঘ নিষ্ঠুর হস্তে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেছে অগণিত ইতিবৃত্তের ভঙ্গুর তুচ্ছ খেলনা; নামহীন কীর্ত্তিহীন অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেছে কত কত সভ্যতার বিজয়োদ্ধত তোরণ; তবুও সভ্যতার অমরদীপবর্ত্তিকা হাতে ইতিহাসকে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে অনন্ত আলোকে, বিচিত্র ধারায়, নব নব সম্ভাবনার পথে; মৃত্যুর মুখ থেকে যে ছিনিয়ে নিয়ে চলেছে জ্ঞানের অমৃতভাণ্ডকে ভাবীকালের মানব বংশীয়দের জন্য—সেই মহান্ উদার, সভ্যতার সুহৃৎ অন্যকেউ নয়, সে আমাদের অতিপরিচয়ের সীমারেখাবদ্ধ – কাগজ

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স
সর্ব্বপ্রকার কাগজ ও ছাপার কালি বিক্রেতা
"ভোলানাথ ধাম" – ৩৩।২, বিডনষ্ট্রীট, ও ৬, সিনাগগ্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা; ৩১–১, পটুয়াটুলি, ঢাকা

জঙ্গিপুর কৃষ্ণপুর মোটর বাস

জঙ্গিপুর হইতে কৃষ্ণপুর রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত মোটর বাস সার্ভিস আছে। মাঝে মাঝে ষ্টেশনে বাস থাকে না। একটী চালু রুটে নিয়মিত গাড়ী চলাচল না করিলে যাত্রিগণকে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রি ৮-১৭ মিনিটে কৃষ্ণপুর ষ্টেশনে বাস না থাকায় ৩৬৫নং আপ ট্রেণের যাত্রিগণের নাকালের চূড়ান্ত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ কৈফিয়ত চাহিলেই গাড়ী খারাপ থাকার অজুহাত দেখান হইবে। এই রুটে পুরাতন লজ্‌ঝর গাড়ী না দিয়া নূতন গাড়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক।

জাতিস্মর বালিকা

কাঁচড়াপাড়ায় এক জাতিস্মর বালিকাকে দেখবার জন্য দলে দলে লোক আসছে। এই বালিকাটির বয়স ৫ বৎসর। সে ভাটপাড়া ও রথতলার অনেক লোকের নাম বলত। খেলার পুতুলকে মিনু বলে ডাকত। পরে খোঁজ করে সব বেরোয়। মেয়েটিকে ভাটপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। জানা গেছে এই মেয়েটি নাকি ভাটপাড়ার এক পরিবারের মৃত পুত্রবধূ। সে বাড়ীর সকলকেই চিনেছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ৭ই নভেম্বর ১৯৫৯

১৯৫৯ সালের ডিক্রীজারী

২৬ মনি ডিঃ শিবরাম সাহা দেং প্রফুল্লকুমারী দেবী দাবি ২১ টাকা ৯৭ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গদাইপুর ৩-৫৮ শতকের কাত ১১৲ আঃ ১০৲ খং ১৭৪

১৩ স্বত্ব ডিঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেং মৃণালিনী দেবী দিং দাবি ১৮৩৬ টাকা ৭২ নঃ পঃ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২ শতকের কাত ৩৭ আঃ ৫০০৲ খং ৩৩৯ মায় তদুপরিস্থিত পোক্তা দ্বিতল ঘর মায় কপাট, চৌকাট, তীর, জানালা ইত্যাদিসহ

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

প্রয়োজন ও প্রিয়জন

(১)

স্বাধীনতার আমদানী যাঁরা করেছেন বলে গর্ব্ব করেন তাঁদের আত্মীয় স্বজন যারা পরাধীন ভারতে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছেন, তাঁদের স্বজনগণ (সজ্জন নন) মেয়ে, পুরুষ, ধাড়ী, বাচ্চা—যোগ্যতা থাক আর নাই থাক এক এক লাভজনক সরকারী কাজে বাহাল হ'য়ে এই গরীব অন্নবস্ত্রের কাঙাল দেশের অর্থ লুটেপুটে খাচ্ছেন। কারো কিছু বলার সাধ্য নাই, কারণ সব আইন বিধান-মণ্ডলীতে স্বাধীনতা জন্মদাতাদের দলের লোক বেশী। রাজ্য চলছে ভোটের জোরে। ধারে ধারে সরকারের চুল বিকিয়ে গেছে। এখনও ধার খুঁজে খুঁজে টাকা কর্জ্জ করার ফন্দী অন্বেষণে ব্যস্ত। দেশের অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অশান্তিপূর্ণ স্বাধীনতা চেয়ে নিজের মন স্বাধীন ও সাচ্চা রেখে নির্লিপ্তভাবে অতি বুদ্ধিমানদের তামাসা দেখা ভাল। পশ্চিম বাংলায় খাদ্যাভাব দূর করার জন্য এক আধামন্ত্রীকে পুরোমন্ত্রী ক'রে (তিনি বুঝি মাইনে নেন না!) খাদ্যশস্য বৃদ্ধির উপায় করা হয়েছে।

সাধারণ লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিদেশীয় অধীনতায় যে পন্থা অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে হয়, তাই করিবার চেষ্টাই করিয়া আসিতেছি। আমরা বাল্যকাল হইতে—

"ধিক দিতে অনেকে আছে
ভিক দিতে কেহ নাই!"

এই বাক্যকে ঔষধস্বরূপ ব্যবহার করিয়া সাধারণ চাষা, ভদ্র, বিদ্বান্ মূর্খ সকলের খাদ্য-পরিধেয় হইতে ভিন্ন রকমভাবে দিন যাপন করি।

**"শুখা রোটি খায় কর্
ঠাণ্ডা পানী পী
পরকে মিঠা দেখ্, কর্,
কাহে লালচায় জী।"**

অর্থ—শুক্‌নো রুটি খেয়ে ঠাণ্ডা জল পান করেও বেঁচে থাকা যায়, পরের মিঠাই খাওয়া দেখে কেন জীবনে লোভ আসিবে?

এই লালসা দেশের শিক্ষিত লোকদের নিজেদের, মা, বাবার মজ্জাগত হয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের বিদ্যার জোরে পত্নীর পিতাকে দায়গ্রস্ত করিয়া নিজের বিদ্যার জোরে দাসত্ব বরণ করিয়া "প্রেষ্টিজ" বিক্রয় করিয়া "ডিগনিটি"র আশা করে। পরাধীন পণ্ডিতের চেয়ে স্বাধীন নিরক্ষর চাষা ভাগ্যবান।

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে যাত্রীগণের অসুবিধা

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশন জঙ্গিপুর মহকুমা সহরের ষ্টেশন। প্রত্যহ শত শত নরনারী এই ষ্টেশনে উঠানামা করেন। মাসখানেক হইতে ইহা "ওয়াটারিং ষ্টেশন" হওয়ায় ডাউন ট্রেণের যাত্রীগণকে বিপরীত দিকের প্লাটফরমে (যাহাকে প্লাটফরম বলা চলে না) উঠানামা করিতে হইতেছে। এই প্লাটফরম দিয়ে উঠানামা করিতে হইলে সার্কাস জানা দরকার। রেল কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া যাত্রীগণের অসুবিধা দূর করুন।

আলো বন্ধ হইল কেন?

ইতিপূর্ব্বে জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনে রাত্রিকালে একটী 'হ্যাসাগ লাইট' জ্বলিত। কিছুদিন হইতে উহা বন্ধ হইয়াছে। রাত্রির ট্রেণের যাত্রীগণকে অন্ধকার রাত্রে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। উক্ত বিষয়ে বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

কেরাণী আবশ্যক

জংগীপুর উচ্চতর মাধ্যমিক (বহুমুখী) বিদ্যালয়ের জন্য একজন কেরাণী আবশ্যক। তাঁহাকে অন্ততঃ পক্ষে ম্যাট্রিক অথবা স্কুল ফাইনাল পাশ হইতে হইবে। আবেদনকারীর হিসাব রক্ষা ও টাইপের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। ২৬শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করুন।

শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক
জংগীপুর উচ্চতর বিদ্যালয়।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

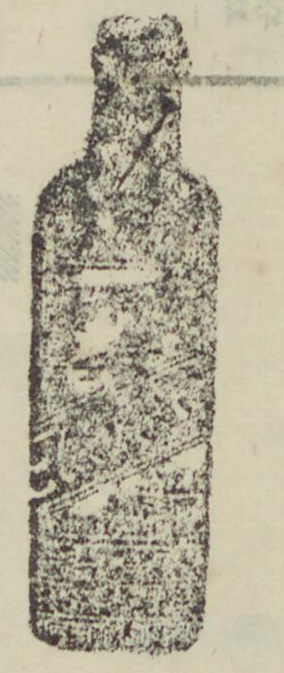

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এন্‌লার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।